প্রকল্প নবায়ন না হওয়া

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের ৫৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি হারাচ্ছেন

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রকল্প কার্যক্রম পুনর্নবায়ন না করায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২-এর আওতায় ১শ' ৯০ জন উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসারসহ ৫শ' ৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি হারাচ্ছেন। ১৯৯৫ সালে চালু হওয়া এ প্রকল্পের জন্য ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে এবং পরবর্তীতে ২০০০ সালের জুলাই মাসে উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসারসহ অন্যান্য পদে লোক নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়ে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি, বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে এবং সেন্টার বেইসড অ্যাপ্রোচের আওতায় স্কুল কার্যক্রম শুরু হয়। এরা সঠিকভাবেই সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল।

দেশে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি জোরদার করার জন্য বাছাই করা ৩১টি জেলার ১শ' ৯০টি উপজেলায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিওর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্রও এ প্রকল্পের আওতায় চালু ছিল।

৩১টি জেলার ১শ' ৯০টি উপজেলায় চালু হওয়া সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য কার্যক্রমে সফলতা আসায় দাতা সংস্থা আর্থিক অনুদান আরও বাড়াতে উৎসাহ দেখালেও সরকার প্রকল্প গুটিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২ চালু এবং অব্যাহত রাখা হলে সরকার ঘোষিত ২০০৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে নিরক্ষর করার কর্মসূচি সফল হবে এবং পাশাপাশি এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হলে সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি যেমন অসফল হবে তেমনি চাকরি হারাবে ৫শ' ৮২ জন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ইতোমধ্যে চাকরি হারিয়েছেন পিরোজপুর জেলার ৩টি উপজেলার প্রোগ্রাম অফিসার এবং ওই দপ্তরের অধঃস্তন কর্মচারীরা। বন্ধ হয়ে গেছে ওই ৩টি উপজেলার কার্যালয়। এ উপজেলা ৩টি হলো যথাক্রমে নাজিরপুর, স্বরূপকাঠী ও ভান্ডারিয়া।